# বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ (স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট, ১৯৫৪)

## (সংশোধিত, ২০০৩)

চলতি কথায় 'সিভিল ম্যারেজ' নামে পরিচিত, যেহেতু এ বিয়েতে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। সব ভারতীয় নাগরিক, যে যেখানে আছেন, নাস্তিক বা ধার্মিক, যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ, এর সুবিধা নিতে পারেন। ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন দেশের নাগরিকও এই আইনে বিবাহ করতে পারেন। সুতরাং এটি আন্তর্জাতিক আইনও বলা যেতে পারে।

- বিবাহের অযোগ্য নিষিদ্ধ আত্মীয়ের (পরিচ্ছেদ ১ ও ২ যথাক্রমে ১৪ এবং ১৫ নং পৃষ্টা দ্রষ্টব্য) মধ্যে এই আইন অনুযায়ী বিয়ে হবে না।
- সরকার নিযুক্ত 'ম্যারেজ অফিসার' এই বিয়ে সম্পন্ন করবেন।
- মত প্রকাশে যোগ্য, বিবাহে ইচ্ছুক দুই ব্যক্তিকে আগে নির্ধারিত স্পেশাল ম্যারেজ এর ফর্ম ভর্তি করে রেজিষ্ট্রি অফিসে জমা দিতে হবে। এই নোটিশ দেবার এক মাস বাদে বিয়ের দিন ঠিক হবে।
- যদি কারোর এ বিয়েতে আপত্তি থাকে সে নোটিশ পড়ার এক মাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি অফিসে লিখিত জানাবে।
- বিয়ের দিন পাত্র-পাত্রী তিনজন সাক্ষী সহ অফিসে হাজির হয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে বিয়ে পাকা করার ফর্ম ভর্তি করে সকলে সই করবেন। প্রয়োজনে রেজিস্ট্রার বাড়তি টাকা নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েও বিয়ে দিতে পারেন।
- বিয়ের বৈধতার শর্ত হিন্দু বিবাহ আইনের সমান। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, আগের স্বামী বা স্ত্রী নেই।
- বিয়েতে আপত্তি জানালে, ম্যারেজ অফিসার/রেজিষ্ট্রার সযত্নে কারণ নথিভুক্ত করবেন ও এক মাস সময় নিয়ে সত্য যাচাই করে তবেই বিয়ে পাকা করতে সম্মতি দেবেন।
- বিয়ের সময় দুপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু আনুষ্ঠানিক পর্ব থাকতে পারে। সবের উপর এই কথা দুজনকেই বলতে হবে সাক্ষীদের বোঝার মতো ভাষায় ঃ- ''আমি (ক) (খ) কে আমার আইন সম্মত বিবাহিত স্ত্রী (বা স্বামী) রূপে গ্রহণ করলাম।''
- নববিবাহিতের ও সাক্ষীদের সই সহ সার্টিফিকেট নিয়ম মাফিক খাতায় তোলা হবে। এই সার্টিফিকেট হবে পাকা বিয়ের আসল প্রমাণ।
- নোটিশ দেবার পর তিন মাসের মধ্যে বিয়ে যদি না হয়, তাহলে আবার নতুন করে নোটিশ দিতে হবে।

## অন্য আইনের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

যে কোন ধর্মীয় মতের বিবাহ, বিশেষ বিবাহ আইনের সুবিধা পেতে পারে, যদি নিয়ম মতো 'রেজিস্ট্রেশন' করানো হয়।

- স্বামী-স্ত্রী দুজনের সই করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে রেজিষ্ট্রি অফিসে।
- বৈধ বিবাহের সাধারণ চারটি শর্ত মেনে বিয়ে হবার পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ম্যারেজ অফিসারের এলাকায় অন্ততঃ এক মাস যাবৎ বসবাস করছেন তার প্রমাণ দিতে হবে।
- দরখাস্ত পেলে ম্যারেজ অফিসার জনসাধারণকে নোটিশ দিয়ে সে কথা জানাবেন।
- এক মাসের মধ্যে যদি কেউ আপত্তি না জানায়, তাহলে তিন সাক্ষীর সই সহ নির্দিষ্ট খাতায় সার্টিফিকেট নথিভুক্ত হবে।
- ইতিমধ্যে সন্তানের জন্ম হলে সার্টিফিকেটে সন্তানদের নাম লেখা থাকবে, তাদের বৈধতার পাকা প্রমাণ হিসেবে।
- তবে এই বৈধতার ভিত্তিতে বাবা-মার সম্পত্তি ছাড়া অন্য উত্তরাধিকারের দাবী করা যাবে না, যদি এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রেশনের আগে কোন বিতর্ক থেকে থাকে।

## এই আইনে বিবাহের ফল

- যৌথ পরিবারের ধর্মীয় আচার পালন না করায় সে পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হবে না।
- সম্পত্তির অধিকার (বা অনধিকার) কোন ভাবে পাল্টাবে না।
- ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর আওতার ভিতরেই থাকবেন।

### জেনে রাখা দরকার

শহরে বিবাহ করতে গেলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়ে রেকর্ড করতে হবে। গ্রাম বা পঞ্চায়েত এলাকায় বিবাহ করতে গেলে জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি তে খোঁজ নিতে হবে। বিশেষ বিবাহের জন্য যে ফর্ম আছে তাতেই সই করতে হবে।

## বিবাহের অযোগ্য নিষিদ্ধ আত্মীয়-কুটুম্ব সম্পর্কের তালিকা

### পরিচ্ছেদ - ১

১) মা

২) সৎ মা

৩) দিদিমা

৪) সৎ দিদিমা

৫) দিদিমার মা

৬) মার সৎ ঠাকুমা

৭) মার ঠাকুমা

৮) দাদামশায়ের সৎ মা

৯) ঠাকুমা

১০) সৎ ঠাকুমা

১১) ঠাকুমার মা

১২) বাবার সৎ দিদিমা

১৩) ঠাকুরদার মা

১৪) ঠাকুরদার সৎ মা

১৫) কন্যা

১৬) পুত্রের বিধবা বৌ

১৭) নাতনি (কন্যার মেয়ে)

১৮) কন্যার বিধবা পুত্রবধূ

১৯) নাতনি (পুত্রের মেয়ে

২০) পুত্রের বিধবা পুত্রবধূ

২১) পুতনি (কন্যার মেয়ের মেয়ে)

২২) কন্যার মেয়ের বিধবা পুত্রবধূ

২৩) কন্যার ছেলের মেয়ে

২৪) কন্যার ছেলের বিধবা পুত্রবধূ

২৫) পুত্রের মেয়ের মেয়ে

২৬) পুত্রের মেয়ের বিধবা পুত্রবধূ

২৭) পুত্রের ছেলের মেয়ে

২৮) পুত্রের ছেলের ছেলের বিধবা বধূ

২৯) বোন

৩০) বোনঝি

৩১) ভাইঝি

৩২) মাসি

৩৩) পিসি

৩৪) জ্যাঠতুতো/খুড়তুতো বোন

৩৫) পিসতুতো বোন

৩৬) মাসতুতো বোন

## পরিচ্ছেদ - ২

১) পিতা

২) সৎ পিতা

৩) ঠাকুর দা

৪) সৎ ঠাকুরদা

৫) ঠাকুরদার বাবা

৬) ঠাকুরদার সৎ বাবা

৭) ঠাকুমার বাবা

৮) ঠাকুমার সৎ বাবা

৯) দাদামশাই

১০) সৎ দাদামশাই

১১) পোদাদু (মার ঠাকুরদা)

১২) মা'র সৎ ঠাকুমা

১৩) দিদিমার বাবা

১৪) দিদিমার সৎ বাবা

১৫) পুত্র

১৬) জামাই

১৭) নাতি (পুত্রের পুত্র)

১৮) নাত জামাই (পুত্রের জামাই)

১৯) নাতি (কন্যার পুত্র)

২০) কন্যার জামাই

২১) প্রপৌত্র(পুত্রের পুত্রের পুত্র)

২২) পুত্রের পুত্রের জামাই

২৩) পুত্রের নাতি (মেয়ের ছেলে)

২৪) পুত্রের নাতজামাই(নাতনির জামাই)

২৫) কন্যার নাতি (ছেলের ছেলে)

২৬) কন্যার নাতজামাই (নাতির জামাই)

২৭) কন্যার নাতি (মেয়ের ছেলে)

২৮) কন্যার নাতজামাই (নাতনির জামাই)

২৯) ভাই

৩০) ভাইপো

৩১) বোনপো

৩২) মামা

৩৩) জ্যাঠা/কাকা

৩৪) জ্যাঠ তুতো/খুড়তুতো ভাই

৩৫) পিসতুতো ভাই

৩৬) মাসতুতো ভাই

৩৭) মামাতো ভাই

(স্বামী মানে বিচ্ছিন্ন স্বামীও বুঝতে হবে)